মাৎস্য-ন্যায়

বোবা মেয়েটার নাম শামলী। ছ বাড়ি দুবেলা বাসন মাজে। দুনিয়ার সবথেকে সহজতম পেশা, গৃহবধূর পেশা ওর ভাগ্যে জোটেনি। দেখতে ভাল না, তার ওপর কাঠ কাঠ গড়ন। ভাগ্যিস ফ্ল্যাটগুলো গজাল ; না হলে কি যে হত কে জানে। সুখচর বাজারের ওপাশে ১৩ নম্বর বস্তিতে ওরা থাকে। ওরা মানে শামলী আর ওর মা। মা টা ভাল করে হাঁটতে পারে না। বাড়িতেই থাকে। সকাল বেলার কাজ সেরে এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শামলী শেষ বেলায় বাজারের ঝড়তি পড়তি আনাজ কেনে। একটু সস্তা তো হয়। বৌদিরা এক বালতি সাবান কাচালে দশ টাকা দেয়। ওটাই উপরি আয়। গত কাল একতলার সীমা বৌদি এক বালতি কাচিয়ে পয়সা দেয়নি ; মোবাইলের ক্যাশ কার্ড কিনে আর খুচরো ছিল না। আজকে চেয়ে নিতে হবে। আড়াইশো চিচিঙ্গে আর একটু কুমড়ো হয়ে যাবে।

* * *

কটা শুকনো আনাজ কিনে নিয়ে গলির মুখে আসতেই ভীড়টা নজরে পড়ল। শামলী দৌড়ে ঘরে ঢুকেই থতমত খেল। মাকে ঘিরে বস্তির অনেকে। শামলী গোঙানীর মত একটা জান্তব আওয়াজ করে উঠল।

* * *

শ্বাশতীর আজ দেরী হয়ে গেছে। মেজাজটাও তিরিক্ষে। শামলীকে পই পই করে বলা আছে সাতটার মধ্যে বাসী এঁটো বাসনগুলো না মাজলে ঠিক টাইমে অফিসের ভাত হয় না। কাল আসে নি, উপরন্তু আজকে ঠিক দেরী করে এল। মিউচুয়াল ফান্ড সেকসানে আসার পর থেকে এই এক ঝামেলা হয়েছে। ষ্টক মার্কেট ওপেন হবার মিনিমাম আধ ঘন্টা আগে টারমিনালে বসতে হয়। মালিনী চ্যাটার্জ্জি নতুন ডেপুটি ম্যানেজার

হয়ে আসার পর থেকে এটাই দস্তুর। এমনিতে শামলী কাজ করে ভাল, নোংরা নয়, কামাই করে না। উপরন্তু বোবা কালা হওয়ার জন্য এক্সট্রা অ্যাডভানটেজ আছে। অন্য কাজের মেয়েদের সঙ্গে পরনিন্দা পরচর্চা করার সুযোগ পায় না। এই ফ্ল্যাটের কথা অন্য ফ্ল্যাটে যায়না।
এমনিতেই শ্বাশতীর নামে অনেক কানাঘুষো। ছেলে নিয়ে একা থাকে। সুন্দরী। কারোর সাথে খুব একটা মেশে না। সিঁথিতে সিঁদুর দেয়না। হাতে লোহাটোহা কিছুই নেই। কি ব্যাপার কে জানে !

* * *

কালকে না আসার কারণ আর আজকে দেরী কেন জিজ্ঞাসা করতে শামলী হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলে। মহা ঝামেলা ! এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে তার ওপর আবার নাকে কান্না ! এই ভাবে লেট করে অফিসে ঢুকলে সামনের ইনক্রিমেন্ট কি হবে ভগবান জানে ! যাই হোক , শামলীর সমস্যা ঠিক কি প্রকারের এটা বুঝতে পেরেই শ্বাশতীর মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। গত কাল শামলীর মাকে নাকি কুকুরে কামড়েছিল। দুপুরে ওরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা বলেছে হাসপাতালের স্টকে অ্যান্টি-র‍্যাবিশ ভ্যাকসিন নেই। বাইরের দোকান থেকে কিনে দিলে ডাক্তার বাবুরা সুঁই দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে মাত্র। লোকের বাড়ি কাজ করে খায় , এরা অ্যান্টি-র‍্যাবিশ ভ্যাকসিন কি করে কিনবে? আজকের বাজারে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা দাম।

* * *

শামলী টাকাটা ধার চাইছে। কাজ করে মাস মাইনে থেকে শোধ করে দেবে। শ্বাশতীর মেজাজটাও তিরিক্ষে হয়ে গেল। দেশে সরকার থাকার দরকারটা কি? আলু আঠারো টাকা, মুসুর ডাল পঁচাশি টাকা, ঢেড়ষ পঁচিশ টাকা, পেঁপে কুড়ি টাকা আর অন্যান্য জিনিষে তো হাত দেওয়াই

যায় না। মানুষ খাবে কি ? তার ওপর গরীব মানুষদের মিনিমাম হসপিটাল ফেসিলিটি টুকু দিতে পারে না।
কিন্তু সরকারকে সামনে না পেয়ে সব রাগ টুকু বোবা শামলীর ওপরেই ধেয়ে এল। শ্বাশতী শামলীকে কাজ ছেড়ে দিতে বলল। শামলী কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে শ্বাশতীর ফেসিয়াল করা চকচকে মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল।
তারপর কিছুটা স্বভাব সিদ্ধ বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আর বাকিটা বোবা মানুষের জান্তব হাহাকার মিশেল করে তড়িঘড়ি জানিয়ে দিল, ...টাকার দরকার নেই। দৌড়ে গিয়ে রান্না ঘরের বেসিনে জমে থাকা এঁটো বাসন মাজতে শুরু করে দিল।

শ্বাশতী শামলীর চালাকি ধরে ফেলার আনন্দে মসগুল হয়ে মুচকি হাসতে লাগল।

* * *

দেরী যেদিন হয়, সব দিক দিয়েই হয়। অন্য দিন চাটার্ড বাসটা ঠিক টাইমেই আসে। আজকে দশ মিনিট লেট। কারণ জিজ্ঞাসা করতেই হেল্পার ছেলেটা বলল পেট্রল পাম্পে লম্বা লাইন, কাল থেকে তেলের দাম বাড়ছে। সামনের মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া বাড়বে, মালিক বলতে বলে দিয়েছে। বাসের ভাড়া বাড়বে শুনেই সামনের সিট থেকে বোসদা খিঁচিয়ে উঠলেন। পেছনের সিট থেকে শুভময় ওরফে কমরেড শুভ, কেন্দ্রীয় সরকারের গনবন্টন নীতি নিয়ে ফোড়ন কাটল। বোসদা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তেলের তরজা জমে গেল।

* * *

এবছরের ইনক্রিমেন্ট লিষ্ট বেরিয়েছে। গত বছরের ইনক্রিমেন্টের তুলনায় প্রত্যেকের ইনক্রিমেন্ট যথেষ্ট কম। অথচ এই বছর কোম্পানী শুধু মিউচুয়াল ফান্ড সেকসানে থেকেই ১৮% প্রফিট গেন করেছে। কিছুটা

আবেগ তাড়িত হয়েই মালিনী চ্যাটার্জ্জি -র চেম্বারে শ্বাশতী ঢুকে পড়ল। মালিনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই শ্বাশতী মৃদু স্বরে কম ইনক্রিমেন্টের অনুযোগ করেই ফেলল। মুচকি হেসে মালিনী ড্রয়ার থেকে আর একটা লিষ্ট বের করে দেখালেন। হাতে দিলেন না। বিষয়টা জানালেন মাত্র।

* * *

..... শ্বাশতী নিজের চেয়ারে এসে ঝিম মেরে বসে আছে। 'মালিনী চ্যাটার্জ্জি' কিছু কর্মচারীর পারফরমেন্স সম্পর্কে হেড অফিসে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। সবার চাকরী নাও থাকতে পারে.....

(লেখক : তুহিন কান্তি দাস, ৯০৩৮৪২২৩১২)